উপসংহার

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের যথার্থ উৎস এই দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং পরিব্রাজক হিসাবে নানা পর্যটক শিল্পী এই সম্পর্কে নতুন নতুন কথা বলিয়াছেন, বিচিত্র তথ্য জানাইয়াছেন। কালক্রমে পর্যটকেরা ছুটিয়াছেন দেশ হইতে দেশান্তরে ফলে সাহিত্যের পরিধিও বিস্তৃত হইয়াছে। এমনি করিয়া বাংলা ভাষার ভ্রমণ সাহিত্যে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে যে বাংলা ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্তের ইতিহাস তেমন প্রাচীন নয়। চীন দেশের প্রখ্যাত পরিব্রাজকগণ বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যাহার মাধ্যমে আমরা প্রাচীন যুগের ভারতের একটি সামগ্রিক রূপের পরিচয় পাই। রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে এই দেশের বহু স্থানের বর্ণনা পাই, তবে তাহার মধ্যে ঐতিহাসিকতা খুঁজিতে যাওয়া নিরর্থক প্রয়াস; দীর্ঘদিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আজ ভ্রমণ কাহিনী বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও সাহিত্য রসসমৃদ্ধ শাখা যাহা একাধারে পাঠক মহলে জ্ঞান ও আনন্দের উপাদান যোগাইতেছে। বাংলা গদ্যে তথাকথিত প্রকৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত যদুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থ ভ্রমণ নামক গ্রন্থটিতেই প্রথম পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা দেখিলাম। পরবর্তী কালে বহু গ্রন্থে এইরূপ পৌরাণিক কাহিনীর প্রবর্তন দেখি। বিভিন্ন লেখকের জন্মকাল, রচনাকাল, গ্রন্থপ্রকাশের পটভূমিকা, তৎকালীন পরিস্থিতি এবং রচনার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সবই উপরোক্ত ভ্রমণ কাহিনীগুলির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভ্রমণের পক্ষে এবং বিপক্ষে বর্তমানে বহু সুচিন্তিত অভিমত ও সমালোচনা প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রমণের তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাপারেও বিচিত্র ও আকর্ষণীয় বহু আলোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে নানা পত্র পত্রিকা মারফৎ—"আগেকার দিনে শত বাধা বিপত্তি ছিল ভ্রমণের ক্ষেত্রে। গণ্ডীবাঁধা ছিল তখনকার জীবন। ১৮৫৩ সালে ইংরাজেরা ভারতে রেলপথের প্রবর্তন করল, ফলে দূরের দেশ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। নানা উদ্দেশ্যে ভ্রমণ সংঘটিত হলেও বর্তমানে প্রধানত নতুন নতুন জায়গা দেখার জন্যই মানুষ ভ্রমণ করে। বর্তমানের এই অতি সংক্ষিপ্ত দ্রুত ভ্রমণের প্রতীক স্বরূপ ট্যুরিজম মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বিচিত্র প্রাণসত্তা ও সজীব মুখরতার পরিবর্তে দ্রষ্টব্য বস্তুর নিরস…

জানিবারই ভ্রমণকারীর সৃষ্টিকে ভারাক্রান্ত করে রাখে"।

ভ্রমণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এ প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — "আগে বিদেশ দুর্গম ছিল, তখন পা দুখানার বদলে কল্পনার ব্যবহার হত। মানুষ তখন মানসচক্ষে দেখতো যে দেশ বিদেশে যত মানুষ আছে মোটের ওপর সারা এক। প্রথম নজর আছে আগ্রহ, আর শেষ নজরে অতৃপ্তি"। সুলভ সময়ে দেশ ভ্রমণ করিলে কোন দেশের প্রকৃত কিছু দেখা হয় কি না, সে বিষয়ে উপরোক্ত সমালোচক সন্দেহ করিয়াছেন, — শুধু ভাষার, বেশভূষায়, আচার ব্যবহারের প্রভেদটাই, চোখে পড়ে। ইহার ফলে লেখকের মনে যথার্থ বিস্ময় বোধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং ভেদ বুদ্ধিটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। উল্লিখিত মন্তব্যগুলি পাঠক চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং এই বিষয়ে গভীর চিন্তার অপেক্ষা রাখে।

ভ্রমণ বিষয়ক রচনার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়া যে ... বস্তুনিষ্ঠ — আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতই গবেষণার বিষয়, — "ভ্রমণ কাহিনী বস্তু প্রকারের এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে প্রধানত তিন রকমের ভ্রমণ কাহিনী আছে। প্রথমত যে রচনায় যত না ভ্রমণ তার চেয়ে বেশী কাহিনী এবং সেখানে লেখকের ব্যক্তিসত্তা আর বিশেষ রুচি বা মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়তঃ যে রচনায় লেখকের সত্তা অদৃশ্যপ্রায়, তত্ত্বের চেয়ে তথ্য ও রাজ্যানু ভৌগোলিক ভ্রমণ সংবাদের প্রাধান্য থাকে। তৃতীয়তঃ যে ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রমণ ও কাহিনীর ওপরে স্থান পেয়েছে কথা।"

ভ্রমণ বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য দিক হইতেছে এই যে কোন দেশ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সেখানকার প্রচলিত ভাষা রীতিনীতি তার ঐতিহ্যের ইতিহাসে ... সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইতে হইবে যথার্থ তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য। বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনী উত্তরোত্তর অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে অধিক সংখ্যায় প্রচলিত ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে মিটিয়া যায়। এই ধরণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত গুলি পরোক্ষে ট্যুরিষ্ট গাইডের কাজও করে, কারণ পথ ঘাটের নিশান, কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা ওই স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি এই গ্রন্থ গুলিতে পাওয়া যায়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে কোন দেশকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে তাহার ইতিহাস, ভৌগলিক বিবরণ, রাজনৈতিক পটভূমি, সমাজব্যবস্থা যেমন জানা দরকার তেমনি সেই স্থানের সাধারণ মানুষের সাথে নিবিড় পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। "এই প্রসঙ্গে আরেকটি জিনিষ বিশেষভাবে স্মরণীয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবোধকে প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে ভৌগলিক ভারতের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষ সমুদ্রে উপকণ্ঠিত হিমালয় যমুনা, গঙ্গা, ও ব্রহ্মপুত্রের মতই সনাতন ও চিরন্তন,"— ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে উপরিলিখিত [illegible] মহাশয়ের উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ভ্রমণ বিষয়ক রচনার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য,—"বাংলায় ভ্রমণ কাহিনী মানেই কাহিনী ভ্রমণ। বস্তুতঃ 'মহাপ্রস্থানের পথে'র পর থেকে তাই রীতি। ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে কাহিনী এগোবে এটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে অনেক সময় কাহিনীর সাথে ভ্রমণ এগোয় কেননা কাহিনীই মুখ্য।" তবে এই কথা স্বীকার্য্য যে ভ্রমণ কাহিনীর কতগুলি নিজস্ব আইন আছে, তাকে অমান্য করা চলে না। ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সত্যের মতই কল্পনা সৌন্দর্য বা মানসীকে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, আধিক্য বর্জনীয়। ভ্রমণ বিবরণ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ ও তত্র পাঠকের প্রিয়। বর্তমানে অনেক এই ধরণের সুখ্য রচনায় রুচিবিকার লক্ষিত হয়। অথচ সকলেই অবগত আছেন যে ভ্রমণ বিবরণ অভিনব, মনোরম, স্নিগ্ধ রচনা প্রয়াস বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনীর অবদান সম্পর্কে গবেষণা করিতে গিয়া লক্ষ্য করা যায় যে ভ্রমণ বিষয়ক রচনার সার্থকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় না থাকিলেও বিভিন্ন সমালোচকের কণ্ঠে ভ্রমণের গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা পরিপ্রেক্ষিতে বিচিত্র মতামত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে; এইগুলি একদিকে আগ্রহের সঞ্চার করে অন্যদিকে চিন্তার খোরাক যোগায়। উপরন্তু বহু নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য এই আলোচনার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। বাংলা –

সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনীর পত্তন ও ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিলে ইহার মধ্যে গতিশীলতা , সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার এত বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড সত্তা ও ধারাবাহিকতার স্রোতটি ব্যাহত হয় নাই পরন্তু বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রুচিবৃত্তির মধ্যে ঐক্যসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছে যাহার ফলে দেশ কাল সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভ্রমণ সাহিত্য বিরাটের দিকে, মহত্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং অমৃত প্রতিভার স্পর্শে ধন্য , অমর ও অমরত্বে জয় করিয়া সার্থক হইয়াছে। ভ্রমণ বিষয়ক রচনা বহু রচিত হইয়াছে এবং রচিত হইবে আর এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনার জন্য ও নানাদিকে প্রসারিত তবে এই ভ্রমণ সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার এবং ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার — দায়িত্ব একাধারে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী বৃন্দ ,সুধীসমাজ এবং সমালোচকের উপর ন্যস্ত । প্রখ্যাত সমালোচক মহাশয়ের 'সুখের ভ্রমণে' উদ্ধৃত করিয়া ভ্রমণ সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথার্থই একাধারে উপভোগ্য এবং চিন্তার উপাদানে সোনায় — "আগেও লোক দূর দূরান্তে যেত, যেমন সপ্তগ্রামের নবকুমার গিয়েছিল সাগর সঙ্গমে, যেমন চৈতন্য মহাশয় গিয়েছিলেন সাগর স্নানে। তীর্থযাত্রা চিরকাল ছিল। কিন্তু স্থানের ভ্রমণের প্রেরণা অন্যত্র; কোনরকম কর্মবশে অন্যত্র থেকে দূরে যাওয়া, স্বাস্থ্য অন্বেষণের জন্য দূরে যাওয়া, কিম্বা নূতন স্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে দূরে যাওয়া — এ প্রেরণা রেলগাড়ীর কৃপাপ্রসূত।" এইজন্য স্বীকার্য যে দীর্ঘকাল বাঙালীর ভ্রমণের পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল। তবে কয়েকটি জায়গায় — রেলপথ প্রবর্তন হওয়ায় সাথেই বাঙালী কর্মচারীরা গমন করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণ উল্লেখ করা যায়। এই দেশে একশত বৎসর পূর্বে রেলচলাচল শুরু হয়, প্রথম হাওড়া হইতে হুগলী। আর এই রেলপথের মাধ্যমে মানুষের ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ও উহার সার্থকতার পথ খুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ভ্রমণ সাহিত্যের বিকাশ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বিষয়ক রচনা হিসাবে প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম ও রচনার কাল এইস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। সন তারিখের ক্রম অনুসারে সূচীপত্রে গ্রন্থগুলির তালিকা সন্নিবেশ করা হইয়াছে। [illegible]

সূচীপত্র

সূচনা হইতে ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
যদুনাথ সর্বাধিকারী	তীর্থভ্রমণ	১৮৫৩
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র	১৮৫৪
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	দুরাকাংক্ষের বৃথা ভ্রমণ	১৮৫৭
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা	১৮৫৮
শরৎচন্দ্র দাস	তিব্বত ভ্রমণ	১৮৭৮
পণ্ডিত কিষেন সিংহ	তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া অভিযান	১৮৭৯
মোল্লা আতামুহম্মদ	সিন্ধুনদের উৎসসন্ধানে	১৮৭৯
কিনথাপ	ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে	১৮৭৯
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ	১৮৮০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ইওরোপ প্রবাসীর পত্র	১৮৮০
গিরিশচন্দ্র বসু	ইওরোপ ভ্রমণ	১৮৮৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সরোজিনী প্রয়াণ	১৮৮৬
পর্য্যটক	বাঙ্গাল.র ইওরোপ দর্শন	১৮৮৮
গিরিজাভুষণ ভট্টাচার্য্য	পশ্চিমে বাঙ্গালী	১৮৮৮
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বোম্বাই চিত্র	১৮৮৯
প্রসন্নময়ী দেবী	আর্য্যাবর্ত্ত	১৮৮৯
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	ইওরোপ ভ্রমণ	১৮৯০
চন্দ্রশেখর সেন	(ভূ-প্রদক্ষিণ) (টুর রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড)	১৮৯০
বরদা প্রসাদ বসু	তীর্থদর্শন	১৮৯০
[illegible]	[illegible]	[illegible]
শিবনারায়ণ স্বামিজী	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৮৯২
নবীনচন্দ্র সেন	প্রবাসের পত্র	১৮৯২
রেভারেণ্ড	প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ	১৮৯৫
শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	দক্ষিণাপথ ভ্রমণ	১৮৯৭

প্রবন্ধকার	প্রবন্ধ	রচনাকাল
ঐ জয়ানন্দ	চৈতন্য মঙ্গল	১৮৯৭
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কোনারক ভ্রমণ	১৮৯৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত (আত্মজীবনী)	১৮৯৮
জলধর সেন	প্রবাস চিত্র	১৮৯৯
প্রমথ চৌধুরী	প্রবাস চিত্র	১৮৯৯
সান্যাল এণ্ড কোং	ভারত ভ্রমণ ও তীর্থদর্শন	
জলধর সেন	হিমালয় ও হিমাচল বক্ষে	১৯০০
জলধর সেন	পথিক	১৯০১
অক্ষয় কুমার দত্ত	প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার	১৯০১
পর্যটক	ইংলণ্ডে ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৯০২
প্রফেসর বসু	পর্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৯০২
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী	১৯০২
রমেশচন্দ্র দত্ত	ইউরোপে তিন বৎসর	১৯০২
যতীন্দ্রমোহন সিংহ	উড়িষ্যার চিত্র	১৯০৩
দুর্গাচরণ রক্ষিত	ভারত প্রদক্ষিণ	১৯০৩
নৃপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত	দেরাদুন মুসৌরী	১৯০৪
গিরিশ চন্দ্র বসু	বিলাতের পত্র	১৯০৪
স্বামী বিবেকানন্দ	পরিব্রাজক	১৯০৫
ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়	বিলাত যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি	১৯০৬
লোতি পেরো	ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ	১৯০৬
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভ্রমণ কাহিনী	১৯০৭
জগন্নারায়ণ ঘোষাল ও নগেন্দ্র কুমার বসু	কাশী পরিক্রমা	১৯০৯
জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস	ওয়াল্টেয়ার ও ভিজাগাপট্টম	১৯১০
ধরণীকান্ত লাহিড়ী	ভারতভ্রমণ	১৯১০
সত্যেন্দ্রকুমার বসু	ভারতভ্রমণ	১৯১১

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
হেমদাকান্ত চৌধুরী	পুরীর চিঠি	১৯১১
জলধর সেন	হিমাদ্রি	১৯১১
সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য	উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা	১৯১২
যামিনীমোহন ঘোষ	পৃথিবী ভ্রমণ	১৯১২
বিজয় চাঁদ মহতাব	ইউরোপ ভ্রমণ	১৯১৪
বিজয় রাম সেন বিশারদ	তীর্থমঙ্গল	১৯১৫
বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিযাত্রিক	১৯১৫
বিমলা দাসগুপ্ত	নরওয়ে ভ্রমণ	১৯১৫
শিবনাথ শাস্ত্রী	ইংলণ্ডের ডায়েরী (আত্মচরিত)	১৯১৫
জলধর সেন	দশদিন	১৯১৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	জাপান যাত্রী	১৯১৬
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	আশ্চর্য ভ্রমণ কাহিনী	১৯১৮
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	চীনযাত্রী	১৯১৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পথে বিপথে	১৯১৯
দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী	ইউরোপে তিনমাস	১৯২০
রমাপদ মুখোপাধ্যায়	শিলঙ পাহাড়	১৯১৯
ললিত লাল ঘোষ	নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা	১৯২০
ভগিনী নিবেদিতা	স্বামিজীর সঙ্গে হিমালয়ে	১৯২১
অচ্যুতাচরণ চৌধুরী	গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ	১৯২২
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পুরী স্মৃতি	১৯২৩
সত্যচরণ শাস্ত্রী	কৈলাস যাত্রা	১৯২৪
দিলীপকুমার রায়	ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা	১৯২৬
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদ্রোহে বাঙালী	১৯২৩
জলধর সেন	দক্ষিণাপথ ভ্রমণ	১৯২৬
শিবজ্ঞান ব্রহ্মচারী	অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৯২৭
স্বামী অভেদানন্দ	কাশ্মীর, সিন্ধু, অমরনাথ ভ্রমণ	১৯২৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	যাত্রী	১৯২৯

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
বিপিন চন্দ্র পাল	মার্কিনে চারমাস ও বিলাতের কথা	১৯৩০
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে	১৯৩০
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	বিশ্বভ্রমণের জন্য	১৯৩০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি	১৯৩১
বিনয় সরকার	ইতালিতে বারকয়েক	১৯৩২
প্রবোধ সান্যাল	মহাপ্রস্থানের পথে	১৯৩৩
ব্রজমোহন দাস	জাপানের কথা	১৯৩৪
চারুচন্দ্র শ্রীমানী	শ্রী চৈতন্য দেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ	১৯৩৫
প্রবোধ সান্যাল	দেশ দেশান্তর	১৯৩৫
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হে অরণ্য কথা কও	
দুর্গাচরণ রায়	দেবগণের মর্ত্তে আগমন	
সোবগর	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৯৯
ওয়াজেদ আলি	মুসলিমের দেশভ্রমণ	১৯৩৪
অনুরূপা দেবী	উত্তরাখণ্ডের পত্র	১৯৩৬
[illegible]	[illegible]	[illegible]
অক্ষয়চন্দ্র গুপ্ত	নদীপথে	১৯৩৭
শরৎচন্দ্র বসাক	ভূপর্যটন	১৯৩৭
বুদ্ধদেব বসু	আমি চঞ্চল হে	১৯৩৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পথের সঞ্চয়	১৯৩৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পথে ও পথের প্রান্তে	১৯৩৮
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	ইউরোপ	১৯৩৮
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	পশ্চিমের যাত্রী	১৯৩৯
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	পথ চলতি	১৯৪০
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	দ্বীপময় ভারত	১৯৪০
দিলীপ কুমার রায়	তু যুগান্তর	১৯৪০
দেবেশ দাস	ইউরোপা	১৯৪০

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	মেরু অভিযান	১৯৪০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	হিমালয় অভিযান	১৯৪১
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	ভারতের দেব দেউল	১৯৪১
রামনাথ বিশ্বাস	জার্মানীও মধ্য ইউরোপ	১৯৪১
রামনাথ বিশ্বাস	পৃথিবীর পথে	১৯৪১
রামনাথ বিশ্বাস	ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ	১৯৪১
রামনাথ বিশ্বাস	আমেরিকার পথে	১৯৪১
রামনাথ বিশ্বাস	আজকের আমেরিকা	১৯৪১
রামনাথ বিশ্বাস	আফগানিস্থান ভ্রমণ	১৯৪১
পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ	বাংলায় ভ্রমণ	১৯৪১
প্রবোধ সান্যাল	বিচিত্র প্রদেশ	১৯৪১
প্রবোধ সান্যাল	হিমালয়ের ওপারে	[illegible]
প্রবোধ সান্যাল	[illegible]	[illegible]

পরিশিষ্ট (খ)

নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বিষয়ক রচনা হিসাবে যথার্থই উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম ও রচনার কাল এই স্থানে প্রদত্ত হইলেও এই পুস্তকগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা এখন সম্ভব হয় নাই। তবে সন তারিখের ক্রম অনুসারে সূচীপত্রে গ্রন্থগুলির তালিকা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সব গ্রন্থ পাঠ হইয়াছে কিন্তু আলোচনায় ব্যবহৃত হয় নাই।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
দেবেন্দ্রনাথ দাস	ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা লিপি বিহার	১৮৭২
হরচন্দ্র চৌধুরী	সেরপুর বিবরণ	১৮৭২
রেভারেন্ড এস সি ঘোষ	যুবরাজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৮৭৫
হরিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৮৭৭
বরদাকান্ত সেন	ভারতভ্রমণ	১৮৭৭
পদ্মনাভ ঘোষাল	ভারতভ্রমণ	১৮৮৩
গোস্বামী	সাগরযাত্রা	১৮৮৩
শ্যামলাল মিত্র	বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী	১৮৮৬
আশুতোষ মিত্র	ইংলণ্ড ভ্রমণ	১৮৮৭
রসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৮৮৯
ওয়ালেস	রাশিয়া (অনুবাদ)	১৮৮৯

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
পর্যটক	আসাম ভ্রমণ	১৮৯০
ঈশ্বরচন্দ্র বাগচী	তীর্থমুকুর	১৮৯২
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা	১৮৯৩
কৃষ্ণ চন্দ্র দে	তীর্থযাত্রা	১৮৯৩
পর্যটক	প্রবাসের কফুট স্মৃতি	১৮৯৪
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দার্জিলিং প্রবাসীর পত্র	১৮৯৫
সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য	অমরনাথ	১৮৯৫
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	ভ্রমণবৃত্তান্ত	১৮৯৫
হারানচন্দ্র রাহা	ভারতভ্রমণ	১৮৯৭
অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য	কামাখ্যা ভ্রমণ	১৮৯.
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা এবং বৈদিক তীর্থযাত্রী	১৯০০
জগন্মোহিনী চৌধুরী	ইংলণ্ডে সাত মাস	১৯০২
চুনীলাল বসু	পুরী যাইবার পথে	১৯০৩
লাব্রিনন বাদ্রে (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর অনুদিত)	ভারতবর্ষে	১৯০৩
যোগেন্দ্রনাথ রায়	উৎকলের পঞ্চতীর্থ	১৯০৬
ইন্দুমাধব মল্লিক	চীনভ্রমণ	১৯০৬
সুরেন্দ্রনাথ রায়	উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ	১৯০৭
ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পথের কথা	১৯০৮
নরেন্দ্রকুমার বসু	ইউরোপ ভ্রমণ	১৯০৯
কালাচাঁদ দালাল	ব্রহ্মপ্রবাসীর পত্র	১৯০৯
সুধীন্দ্র দেব রায়	বারাণসী ও সারনাথ	১৯১০
সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	জাপান	১৯১০
ইন্দুমাধব মল্লিক	বিলাত ভ্রমণ	১৯১০
ভারত পরিব্রাজক	ভারতভ্রমণ ও প্রকৃতিতে প্রাচীনের দর্শন	১৯১০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	সেতুবন্ধ যাত্রা	১৯১০
মন্মথনাথ ঘোষ	জাপান প্রবাস	১৯১০

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
প্রভাত চন্দ্র ঘোষ	দার্জিলিং	১৯১০
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৯১১
স্বামী সুধানন্দ	হিমালয় ভ্রমণ	১৯১২
শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	উত্তর ভারত ভ্রমণ	১৯১২
কুমুদকান্ত বসু	সমুদ্র যাত্রা	১৯১২
আবু মহম্মদ ইসমাইল হোসেন	তুরস্ক ভ্রমণ	১৯১৩
মনোরঞ্জন মজুমদার	তীর্থযাত্রীর ভ্রমণকাহিনী	১৯১৩
রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ভারতভ্রমণ	১৯১৩
ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	হিমালয় ভ্রমণ	১৯১৪
সন্তোষ দাস	কেদারবদরী পরিক্রমা	১৯১৪
ইন্দুপ্রভা দে মজুমদার	মার্কিনযাত্রা	১৯১৫
চন্দ্রনাথ ভৌমিক	তীর্থকাহিনী	১৯১৫
রেবতী মোহন সেন	দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১৯১৬
মহম্মদ বদরুদ্দোজা	ভ্রমণবৃত্তান্ত	১৯১৭
পাঁচকড়ি ঘোষ	দেখাশোনা	১৯১৮
মোকফ্ফা রহমান	প্রথম আমার রেঙ্গুনভ্রমণ	১৯১৮
বিমলা দাশগুপ্ত	কাশ্মীরে কতদিন	১৯১৯
হেমবালা দে	মিসর দেশের বিবরণ	১৯২০
বীরেশ্বর দাস	কেদারবদরীর পথে	১৯২১
প্যারীমোহন চক্রবর্তী	বনযাত্রা	১৯২১
সত্যপ্রিয় সিংহ	আমেরিকা ভ্রমণ	১৯২১
কৃষ্ণদাস বসাক	বিচিত্র ভ্রমণ	১৯২২
অনাথ কৃষ্ণ দেব	গয়াতীর্থ ও বরাকর পাহাড়	১৯২২
ভুবন মোহন বসু	চন্দ্রনাথ তীর্থ	১৯২২
খোন্দকার ,গোলাম আহমদ	আজমীর ভ্রমণ	১৯২২
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী	প্রবাস পত্র	১৯২৩

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
মাখন লাল সেন	জাপান	১৯২৩
কৈলাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত	বদরিকাশ্রম ভ্রমণ	১৯২৩
শাহজান মিঞা	হেজাজ ভ্রমণ	১৯২৪
শ্যামলাল মল্লিক	চারিধাম ভ্রমণ	১৯২৪
অখিল ভট্টাচার্য	ভারততীর্থ	১৯২৪
শচীভূষণ মিত্র	ভ্রমণ কাহিনী	১৯২৫
ভবোনাথ দাশগুপ্ত	অজানা দেশে	১৯২৫
রাজেন্দ্রকুমার সেন	আসাম হইতে বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ	১৯২৫
রত্নমালা দেবী	হিমাদ্রি পরিভ্রমণ	১৯২৫
নলিনী দেবী	কামাখ্যা যাত্রা	১৯২৫
শিবদাসগুপ্ত	কেদারবদরিকা দর্শন	১৯২৬
বিধুভূষণ দত্ত	বদরীনারায়ণের পথে	১৯২৬
হবিবর রহমান	সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী	১৯২৬
পাঁচকড়ি ঘোষ	আসাম প্রবাসের স্ফুট স্মৃতি	১৯২৭
ত্রিবেণী মুখোপাধ্যায়	দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা	১৯২৭
সুরেন্দ্রনাথ প্রসাদ লাহিড়ী	তীর্থের পথে	১৯২৭
মন্মথনাথ দে	দক্ষিণাত্যে ভ্রমণ	১৯২৮
প্যারীমোহন চক্রবর্তী	পুরীযাত্রা	১৯২৮
সরোজ নলিনী দেবী	জাপানে বঙ্গনারী	১৯২৮
প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ	হিমালয়ের পথে সিকিম ও নেপাল	১৯২৯
অনুভবানন্দ স্বামিজী	কৈলাস মানসের পথে	১৯২৯
রাধিকা প্রসাদ মণ্ডল	শান্তিপুর স্মৃতি	১৯২৯
ভারতচন্দ্র মজুমদার	যাত্রী	১৯৩০
প্রমথনাথ মালিয়া	যাওয়া আসা	১৯৩০
রমণীরঞ্জন সেন	ভ্রমণের স্মৃতি	১৯৩০

HL ৩০৮

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	ভ্রমণ কাহিনী	১৯৩০
মনীন্দ্রনাথ মুস্তাফি	ভ্রমণের নেশা	১৯৩০
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	জলপথে মুর্শিদাবাদ	১৯৩১
সুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য	মানসসরোবর ও কৈলাস	১৯৩১
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য	পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম ভ্রমণ	১৯৩১
হেমচন্দ্র বাগচী	তীর্থপথে	১৯৩২
ননীবালা ঘোষ	আর্য্যাবর্ত	১৯৩২
পঙ্কজকুমার নন্দী	বিলাত ভ্রমণ	১৯৩২
পরাগ রঞ্জন দে	পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী	১৯৩২
শচীন সেন	প্রবাসের কথা	১৯৩২
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	হিমালয়ের ডাক	১৯৩৩
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী	জেনেভা ভ্রমণ	১৯৩৩
হেমচন্দ্র সরকার	স্বদেশ ও বিদেশ	১৯৩৩
প্রবোধ সান্যাল পাঞ্জুরঙ্গনী	পাক্কার নীমাদের পথে	১৯৩৩
প্রবোধ সান্যাল	যতদূরে যাই	১৯৩৩
প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়	হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানসসরোবর	১৯৩৩ ১৯৩৪
সারদা প্রসন্ন দাস	দক্ষিণ ভারতের তীর্থ	১৯৩৪
বিমল চন্দ্র রায়	দক্ষিণ ভারত	১৯৩৪
সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	১৯৩৫
ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী	শ্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	১৯৩৫
নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাশিয়া ভ্রমণ	১৯৩৫
নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত	রমনীয় পর্যটন	১৯৩৫
আবুল মনসুর আহমদ	মিশর ও প্রাচ্যের পথে	১৯৩৫
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানি	১৯৩৫
দেবীপ্রসাদ সর্বাধিকারী	দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্যকাহিনী	১৯৩৫
মহম্মদ গাজী চৌধুরী	মোসলেম কীর্তি ও ইসলাম জগতের সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৯৩৫

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	রচনাকাল
শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পশ্চিম প্রবাসী	১৩৩৬
দুর্গাবতী ঘোষ	পশ্চিম যাত্রিকী	১৩৩৬
সুনীতিকুমার আচার্য্য ও রমেশ সাহা	নেপালের পথে	১৩৩৬
নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হিমালয় অভিযান	১৩৩৭
বুদ্ধদেব বসু	সমুদ্র তীর	১৩৩৭
মহম্মদ আবুল কাসেম	মহাসাগরের দেশে	১৩৩৭
মহেন্দ্রনাথ দত্ত	বদরীনারায়ণের পথে	১৩৩৮
সদানন্দ স্বামী	কাশ্মীর	১৩৩৮
সদানন্দ স্বামী	তিব্বতের পথে হিমালয়	১৩৩৮
পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	কুমার পরিব্রাজক	১৩৩৯
ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রবাসে	১৩৪০
বিশ্বনাথ সরকার	কেদারবদরী ভ্রমণ	১৩৪০
মহম্মদ ইসমাইল	জম্মু, কাশ্মীর ও পেশোয়ার ভ্রমণ	১৩৪০
অন্নদাশঙ্কর রায়	দেশ কাল পাত্র	১৩৪০
দিলীপ কুমার রায়	এদেশে ওদেশে	১৩৪০
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	দক্ষিণাত্যে	১৩৪১
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	ল্যাপল্যাণ্ড	১৩৪১
প্রবোধ সান্যাল	দুরাশার ডাক	১৩৪১
প্রবোধ সান্যাল	পঞ্চতীর্থ	১৩৪১
প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়	তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ	১৩৪১ ।